08 JUN 2016

তারিখ ... 07 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

কালের কণ্ঠ

মাদকে হাত স্কুল থেকেই

এস এম আজাদ ও
শরীফুল আলম সুমন ▷

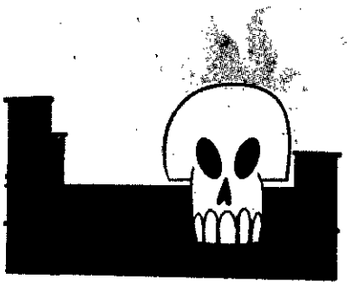

মানিকগঞ্জ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির দুই ছাত্র স্কুল কামাই করে প্রায়ই। স্কুলে হাজির হলেও তাদের চোখ থাকে লাল টকটকে। ক্লাস চলার সময় হয় অমনোযোগী থাকে, না হলে ঘুমায়। এই দুই ছাত্র নেশাগ্রস্ত বলে সম্প্রতি নিশ্চিত হয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তারা ফেনসিডিল, গাঁজার মতো নেশায় আসক্ত। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারে, সপ্তম শ্রেণি থেকেই তারা ধূমপান করছে। এরপর তারা গাঁজায় আসক্ত হয়। আর টাকা হাতে পেলে তারা ফেনসিডিলও সেবন করে।

শুধু এই বিদ্যালয়ই নয়, দেশের বেশির ভাগ বিদ্যালয়েরই একাধিক শিক্ষার্থী কোনো না কোনো নেশায় আসক্ত বলে জানা যায়। সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে গত মাসে একটি সম্মেলনের আয়োজন করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর। সেই সম্মেলনে বক্তব্য দিতে গিয়ে মানিকগঞ্জ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ইদ্রিস আলী আজিজি তাঁর স্কুলের দুই শিক্ষার্থীর মাদকাসক্তির বিষয়টি তুলে ধরেন। ইদ্রিস আলীর কথার সূত্র ধরেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমেদ সম্মেলনে উপস্থিত প্রায় ৩৫০ প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চান তাঁদের স্কুলেও মাদকের সমস্যা আছে কি না। প্রায় সব শিক্ষকই এক বাক্যে হাত তুলে 'হ্যাঁ' সূচক জবাব দেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) এক

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

মাদকে হাত স্কুল থেকেই

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

গবেষণায়ও এর সত্যতা পাওয়া যায়। ২০১২ সালের ওই গবেষণায় দেখা গেছে, মাদকাসক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৬০.৭৮ শতাংশ এসএসসি পরীক্ষার আগে বা সামান্য পরে নেশায় আসক্ত হয়। মাদকাসক্তদের ৮১.৩৭ শতাংশের বয়স ২০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। আর তরুণ বয়সেই মাদকাসক্তির মাত্রা বেশি থাকে। কোমলমতি শিশু ও কিশোররা মাদকে আক্রান্ত হলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে কোনোই ভূমিকা রাখে না।

ডিএনসি সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ১৮ নভেম্বর মাউশি অধিদপ্তরের আওতাধীন সব সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে সভাপতি করে মাদকবিরোধী কমিটি করার নির্দেশনা দেওয়ার পর গত এপ্রিল পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ২১ হাজার ৮৩টি প্রতিষ্ঠানে কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে এসব কমিটি তেমন কোনো কার্যক্রমই চালায়নি এখনো। সারা দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ৩২ হাজার ৩১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে।

মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতার কার্যক্রম না থাকায় এর বিস্তার বাড়ছে দিন দিন। বিশেষ করে দেশের সীমান্ত এলাকায় মাদকদ্রব্য সহজলভ্য হওয়ায় সেখানকার স্কুলগুলোতে এর থাবাও ভয়াবহ। এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব ও মাদকাসক্তি নিরাময়-সংক্রান্ত বিষয় মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। সেই সঙ্গে অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং সন্তানদের দিকে আরো মনোযোগী হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন তাঁরা।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মোহিত কামাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'স্কুলের প্রচুর মাদকাসক্ত ছেলেমেয়ে আমাদের কাছে আসে। একটি স্কুলের ১৩ জন মাদকাসক্তের একটা টিম পেয়েছিলাম। আমার জানা মতেই রাজধানীর অন্যতম একটি সরকারি স্কুলের মাঠেই শিক্ষার্থীরা নিয়মিত মাদকের আসর বসায়। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেও এর প্রভাব আছে। মেয়ে মাদকাসক্তের সংখ্যাও বাড়ছে। বিষয়টি নিয়ে সরকারকে বড় ধরনের কাজ করতে হবে। স্কুলজীবনেই যদি একজন শিক্ষার্থী মাদক গ্রহণ শুরু করে তাহলে তার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে।'

মাদকের ব্যাপারে করণীয় সম্বন্ধে ডা. মোহিত কামাল বলেন, 'পাঠ্যক্রমে বিষয়টি বিষদভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়, ব্যাপকভাবে বিষয়টি সংযোজন করা যাবে না। এতে বই ভারী হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের টপ প্রায়োরিটি দেখতে হবে। আর এ বিষয়ে সবারই ভূমিকা রাখতে হবে। আমরা সবাই যদি আমাদের পাড়া বা মহল্লাকে মাদকমুক্ত করি তাহলে পুরো দেশই মাদকমুক্ত হবে। আর স্কুলের বাচ্চাদের অভিভাবক ও শিক্ষকরা যদি সচেতন থাকেন তাহলে প্রাথমিকভাবেই তাদের চিহ্নিত করা সম্ভব। যদি কোনো শিক্ষার্থী তার প্রাত্যাহিক জীবনের বাইরে চলাফেরা করে তাহলে অবশ্যই তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।'

স্কুল মাঠে মাদকের আড্ডা বাইরের লোকদের : বাগেরহাট সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ আকরাম হোসেন বলেন, 'আমাদের স্কুল মাঠে বাইরের লোকজন মাদকের আড্ডা বসায় বলে জেনেছি। মাঠের দুই দিকে বাউন্ডারি নেই ফলে বাইরের লোকজনকে ঢুকতে বাধাও দিতে পারি না। তাই আমাদের শিক্ষার্থীদের নিয়েও ভয়ে আছি।'

সীমান্তবর্তী স্কুলগুলোতে মাদকদ্রব্য সহজলভ্য : নাম প্রকাশ না করার শর্তে সীমান্তবর্তী এক জেলার একটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, 'মাদকের প্রভাব নেই এমন স্কুল খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে সীমান্তবর্তী স্কুলগুলোতে মাদকদ্রব্য সহজলভ্য হওয়ায় এই হার অনেক বেশি। আমার স্কুলেরই একজন মাদকাসক্ত ছাত্রকে সম্প্রতি টিসি দিয়ে বের করে দিতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু আবার এই খবরটা যাতে কেউ না জানতে পারে সে ব্যবস্থাও করেছি। স্বনামধন্য স্কুলে ছাত্ররা মাদকাসক্ত এটা জানতে পারলে রেপুটেশন নষ্ট হবে এই ভয় কাজ করে। বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে বছরে দু-একটি কর্মসূচি ছাড়া মাদকের ব্যাপারে কিছুই হয় না। এভাবে তো আর মাদক তাড়ানো সম্ভব নয়। এ জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার শিক্ষা স্কুল থেকেই দিতে হবে।'

কিছু ভালো উদ্যোগ : মানিকগঞ্জ সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ইদ্রিস আলী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গত বছরের শেষ দিকে আমি এই স্কুলে বদলি হয়ে আসি। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই আমি মাদকের ব্যাপারে সচেতন। চলতি বছরের প্রথম দিকে দশম শ্রেণির দুই শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ, চলন-বলনে আমার সন্দেহ হয়। আমি কয়েক দিন ওদের পেছনে লেগে থেকে জানতে পারি, তারা ভয়াবহভাবে মাদকাসক্ত। সপ্তম শ্রেণি থেকে তারা নেশা করে। আমার জানা মতে, সব স্কুলেই কম-বেশি মাদকের ছোবল রয়েছে। ওই দুই ছাত্রকে আমরা আলাদাভাবে কাউন্সেলিং করাচ্ছি। আর অ্যাসেম্বলিতেও মাদকের কুফল সম্বন্ধে নিয়মিতই শিক্ষার্থীদের অবহিত করছি।'

কুমিল্লা সরকারি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাশেদা আক্তার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরাও মাদকের ঝুঁকিতে আছি। কোনো ছাত্র দুই দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে আমরা নিজেরাই খোঁজখবর নিই। ধর্মীয় শিক্ষকরা মাদকের ব্যাপারে নিয়মিত সচেতন করছেন। অ্যাসেম্বলিতেও বলা হয়।'

'আমরা অ্যাকশনে যাব' : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে সমস্যাগুলো রয়েছে এর মধ্যে মাদকও একটা সমস্যা। তবে এটা বড় পর্যায়ে নেই। কিন্তু এটা যদি বিস্তৃত হয় তাহলে গোটা সমাজই ক্ষতির মুখে পড়বে। স্কুলে উদ্ভূত এই সমস্যা আমরা ধামাচাপা না দিয়ে কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। জনসচেতনতাসহ কী কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার সেটা নিয়ে আমরা আলাপ-আলোচনা করছি। অবশ্যই আমরা অ্যাকশনে যাব।'

যৌথ উদ্যোগ নিচ্ছে ডিএনসিও : ডিএনসি আগামী এক বছরের মধ্যে দেশের সব প্রতিষ্ঠানেই কমিটি গঠন করতে চায়। ডিএনসি সূত্রে জানা যায়, যেসব প্রতিষ্ঠানে কমিটি করা হয়েছে সেখানে একজন শিক্ষককে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বা কাউন্সেলর হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তিনি প্রতিষ্ঠানে বিশেষ ক্লাস নেবেন এবং মাদক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কাউন্সেলিং করাবেন। এক বছর পর বিভাগীয় পর্যায়ে সভা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

ডিএনসির মহাপরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অল্প বয়সে ছাত্র অবস্থায় শিক্ষার্থীরা মাদকে আসক্ত হচ্ছে। অহরহ ঘটছে এসব ঘটনা। অনেক অভিভাবক আমাদের এ ব্যাপারে বলেছেন। তাই আমরা যৌথ উদোগে কাজ শুরু করেছি। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধে সামাজিক আন্দোলনের পূর্ণরূপ দিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকল্প নেই। এখন কমিটি গঠনের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরির কাজ চলছে। এরপর কাউন্সেলিং, বিশেষ ক্লাস ও মনিটরিং করা হবে।'

জানা যায়, স্কুল-কলেজের মাদকবিরোধী কমিটি ঠিকমতো কাজ করছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার। আর কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে কাজগুলো সরাসরি তদারক করবেন জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিএনসির একজন সহকারী পরিচালক (এডি)। জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাদকবিরোধী কমিটি এবং এর সার্বিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে ডিএনসির নিরোধ-শিক্ষা বিভাগ। তবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের এসব কর্মকর্তা দৈনিন্দিন কাজ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাদকবিরোধী কাজে নজর দিতে পারছেন না।